

বাবার সাথে নৌকায়



আব্দুর রহীম তার বাবা আব্দুল মালিক সাহেবের সাথে নোয়াখালীতে বেড়াতে এসেছে। নোয়াখালীতে আব্দুর রহীমের দাদাবাড়ি। একদিন দাদাবাড়ি থেকে সে তার বাবার সাথে নৌকা দিয়ে ঘুরতে বের হলো। তার বাবা নদীর কাছে এসে একটা নৌকা দেখে ডাক দিলো। এরপর তারা দু'জন নৌকায় উঠে বসলো। নদীর পাশে অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ দেখা যাচ্ছে। সুন্দর সুন্দর পাখিও দেখছে তারা।





আব্দুল মালিক সাহেব আব্দুর রহীমের দিকে তাকিয়ে বললেন,
আব্দুর রহীম, বলো তো এই গাছ, পাখি, নদী কে বানিয়েছেন? এই
পুরো পৃথিবী কে বানিয়েছেন?

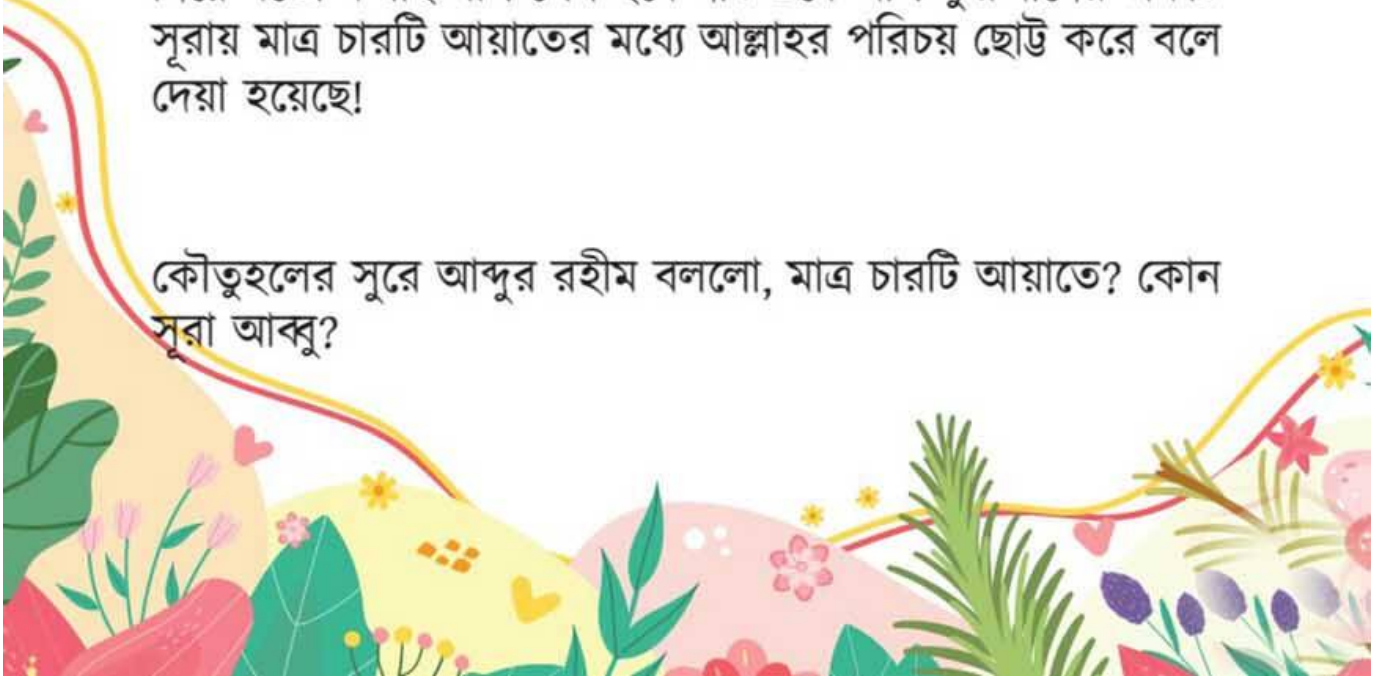
উত্তরে আব্দুর রহীম বললো, আমাদের সবাইকে যিনি বানিয়েছেন
তিনি হলেন আল্লাহ।

আব্দুল মালিক সাহেব মুচকি হেসে বললেন, মা শা আল্লাহ, তুমি
ঠিক বলেছো আব্দুর রহীম।

হঠাৎ আব্দুর রহীম কী যেন কী ভেবে বললো, আব্বু, আমাকে কিন্তু
আল্লাহর পরিচয় শোনানোর কথা ছিলো! আল্লাহ কে সেটা বলার
কথা ছিলো! এখন কি বলবেন আব্বু?

এক রাশ হাসি নিয়ে আব্দুল মালিক সাহেব বললেন, আল্লাহকে
নিয়ে যতো কথাই বলি শেষ হবে না। তবে আল-কুরআনের একটি
সূরায় মাত্র চারটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় ছোট্ট করে বলে
দেয়া হয়েছে!

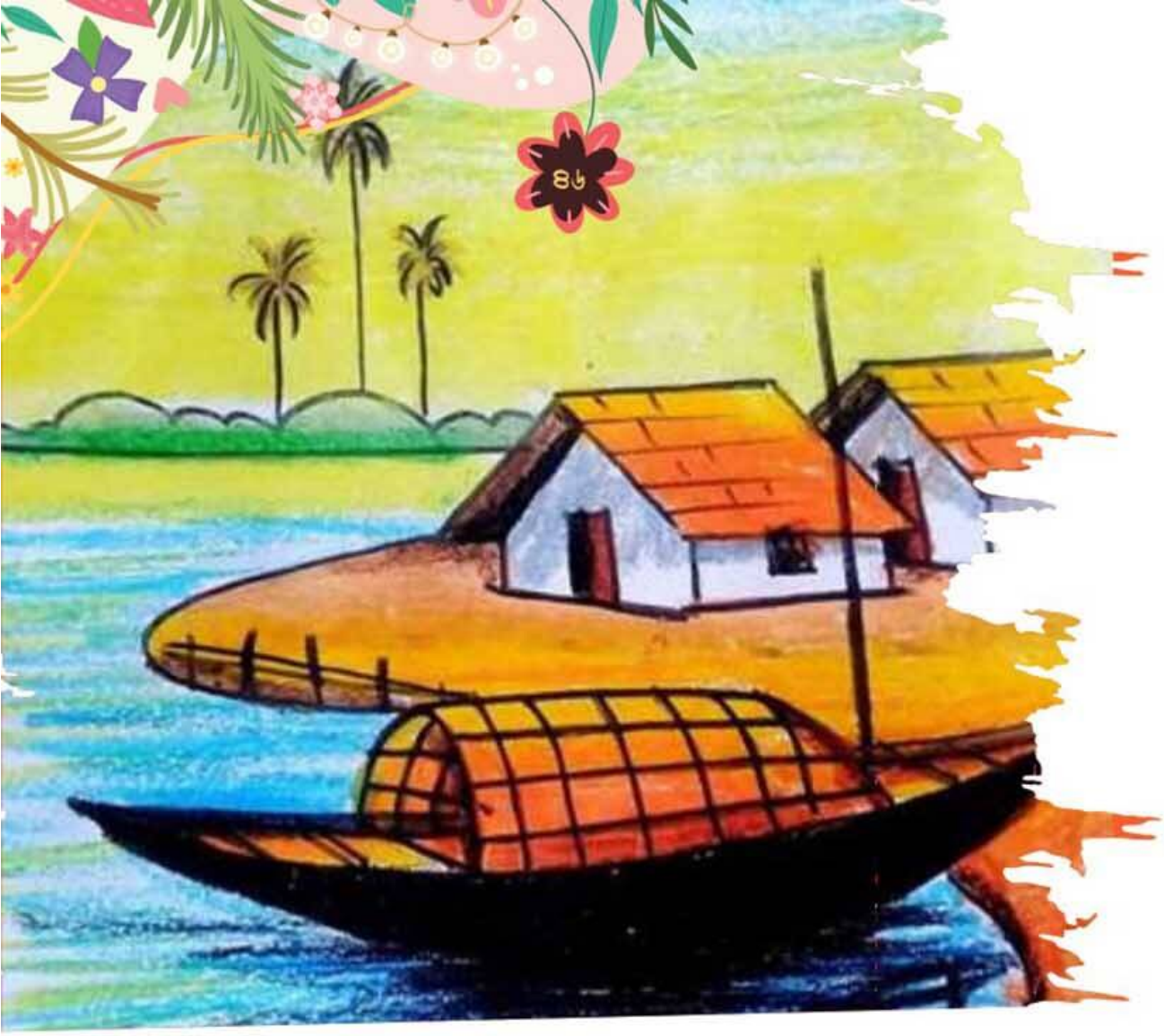
কৌতুহলের সুরে আব্দুর রহীম বললো, মাত্র চারটি আয়াতে? কোন
সূরা আব্বু?





আব্দুল মালিক সাহেব থামলে আব্দুর রহীম বললো, আব্বু, আমরা না হজ্ব করতে গিয়ে কুবা মাসজিদে গিয়েছিলাম!? মাসজিদটা অনেক ভালো লেগেছিলো। এই মাসজিদের ব্যাপারে কিছু বলবেন?





নৌকার মাঝি নৌকা চালিয়ে চালিয়ে তার বাড়ির সামনে এসে
নৌকা থামালেন। নদীর পাশেই তার বাড়ি।

মাঝি বাড়িতে মুরগী পালতো। তাড়াতাড়ি জবাই করে আঁস্ত মুরগী
রান্না করা হলো। এরপর খাওয়া শুরু হলো।



আব্দুল মালিক সাহেব খেতে খেতেই বললেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার সময়ও কথা বলতেন, হাদীস বলতেন। [৩১]

সূরাতুল ইখলাসের আরেকটা ফযীলত বলতে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সেই হাদীসটি এবার শোনাই। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন,

“যে ব্যক্তি দশ (১০) বার قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
(সূরাতুল ইখলাস) পড়বে, আল্লাহ তাঁর জন্য
জান্নাতে প্রাসাদ বানাবেন।” [৩২]

[প্রাসাদ = রাজভবন বা রাজার বাড়ি, বড় অটালিকা
বা বড় ভবন]





সবার খাওয়া শেষ হলো। আব্দুল মালিক সাহেব আব্দুর রহীমকে তার হাত ধরে নৌকায় উঠালেন। নৌকার মাঝিও নৌকা চালাতে শুরু করলেন। রাতে নদীর উপর দিয়ে নৌকা চলতে লাগলো আর শরীরে ঠান্ডা বাতাস লাগতে শুরু করলো। আব্দুর রহীম এবার দশ (১০) বার সূরা তুল ইখলাস পড়লো। আব্দুল মালিক সাহেব আর নৌকার মাঝিও খুব মজা করে শুধু শুনতেই লাগলেন। নৌকায় বাতাস খেতে খেতে আব্দুর রহীম পড়তে লাগলোঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝



- (১) বলে দাও, তিনি আল্লাহ সব দিক থেকে এক।
(২) আল্লাহ হলেন তিনি, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী,
তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। (৩) তিনি কাউকে জন্ম
দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (৪) আর
তাঁর সমান কেউই নেই।



অনেক দিন পর সুলাইমান তাঁর বড় মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। তাঁর বড় মামার নাম জাবির। জাবির মামা বাড়ির পাশে অনেক বড় একটা বাগান করেছেন। বাগানে অনেক রকমের ফল পাওয়া যায়। ফলের সাথে তরি-তরকারি ও শাক-সবজিও রয়েছে। কয়েক বছর আগে সুলাইমান যখন জাবির মামার বাড়িতে এসেছিলো তখন এই বাগান ছিলো না। সুলাইমান সারাদিন জাবির মামার সাথে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। জাবির মামা বাগানে নতুন নতুন কিছু গাছও লাগাচ্ছেন। জাবির মামার কিছু কিছু নতুন গাছ সুলাইমানও লাগিয়ে দিয়েছে। কিভাবে সুন্দর করে গাছ লাগাতে হয় সেটা জাবির মামাই সুলাইমানকে বলে দিয়েছে। জাবির মামা সুলাইমানকে একটি হাদীস শুনিয়েছিলো, হাদীসটি সুলাইমানের অনেক ভালো লেগেছে।





সেই হাদীসে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“যেই মুসলিমই কোনো গাছ লাগায় তা থেকে যা কিছুই খাওয়া হয় তা তার জন্য দান, তা থেকে যা কিছু চুরি করা হয় তাও তাঁর জন্য দান, তা থেকে ভয়ানক কোনো পশু যা কিছু খায় তাও তার জন্য দান, তা থেকে কোনো পাখি যা কিছু খায় তাও তার জন্য দান।” [৩৩]

আরেক হাদীস মতে,

“চার পা ওয়ালা যতো পশু আছে সেগুলো খেলেও দান।” [৩৪]



এটা অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন বিচি থেকে গাছ বের হয়, মায়ের পেট থেকে বাচ্চা বের হয়, ডিম থেকে মুরগী বের হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি বের হয়।



আর জানো, ভোরকেও আল্লাহ কিন্তু রাতের অন্ধকারের ভেতর থেকে বের করে আনেন! সে হিসেবে ভোরও এমন জিনিস যাকে আল্লাহ অন্য কোনো জিনিসের ভেতর থেকে বের করেছেন।

সুলাইমান মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, রাতের অন্ধকার থেকে আবার ভোর বেরিয়ে আসে কিভাবে? এটা তো ঠিক বুঝলাম না মামা!





মাথা চুলকাতে চুলকাতে সুলাইমান বললো, না মামা, কয়টা গিটু ছিলো জানি না তো!

জাবির মামা একগাল হেসে বললেন, আচ্ছা বলছি তোমাকে ইন শা আল্লাহ। আচ্ছা বলো তো, সূরাতুল ফালাক আর সূরাতুন নাস, এই দু'টি সূরার কোনটায় কয়টা আয়াত আছে?

সুলাইমান মাথা হেলিয়ে বললো, মামা, আমি যতোটুকু জানি সূরাতুল ফালাকে আয়াত আছে পাঁচটি (৫টি) আর সূরাতুন নাসে আয়াত আছে ছয়টি (৬টি)।

জাবির মামা সুলাইমানের পিঠ চাপড়ে বললেন, সাব্বাস, ভাগিনা! তুমি ঠিক বলেছো মা শা আল্লাহ! এবার বলো তো পাঁচ আর ছয় যোগ করলে কতো হয়?

সুলাইমান হাসতে হাসতে বললো, এটা তো একেবারে সোজা মামা! পাঁচ আর ছয় যোগ করলে এগারো হয়।

$$৫ + ৬ = ১১$$



উত্তরে জাবির মামা বললেন, আসলে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হলেও তিনি আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন। মানে তিনি আমাদের নবী ঠিক আছে, তার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, তিনি বলে দিয়েছেন, আল্লাহর কাছে তার সম্মান আমাদের চেয়েও অনেক বেশি, তবে মানুষ হিসেবে আমাদের সাথে যা যা হতে পারে তাঁর সাথেও তা তা হতে পারে। [৪৫]

আমরা যেমন খাই, ঘুমাই, তিনিও তেমন খেতেন, ঘুমাতে। তবে তাকে দয়াময় আল্লাহ অনেক ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিতেন, কিভাবে বাঁচতে হবে তা বলেও দিতেন। শোনো, আমাদের নবীর আগে আরেকজন নবী ছিলেন যার নাম নবী মূসা আলাইহিস সালাম। তাকেও যাদুকররা যাদু করে ক্ষতি করতে চেয়েছিলো, তবে আল্লাহ তাঁকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

সুলাইমান এবার উৎসুক মনে বললো, নবী মূসা আলাইহিস সালামের গল্পটা আমাকে শোনাবেন মামা?



মিসরের পিরামিড



ঘরের দরজা খুলতে খুলতে জাবির মামা বললেন, কী হলো? কী হলো? কে কে?

তালহা আর সুলাইমানও আওয়াজ পেয়ে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি জেগে উঠলো। জাবির মামা, সুলাইমান আর তালহা তিনজনই বাগানের দিকে দৌড় দিলো। জাবির মামার বাগানটা বাড়ির ঠিক পেছনেই। জাবির মামা দেখলেন কুকুরটা একটা কমলা গাছের নিচে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।





তালহা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, আব্বু, কাবিল তো পৃথিবীতে বসে গুনাহ করেছে, তাই মাটির উপরের গুনাহ বলা হয়েছে। কিন্তু ইবলীসের গুনাহকে আকাশে হওয়া গুনাহ বলা হয়েছে কেন?

উত্তরে জাবির মামা বললেন, আসলে আদম আলাইহিস সালাম আর ইবলীস তো জান্নাতে ছিলো আর জান্নাত হলো আকাশে। যেমন প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

“নিশ্চয়ই জান্নাত হলো আকাশে।” [৬৪]

